জীবন্মুক্তিসমীক্ষাঃ মোক্ষের স্বরূপ ও সাধনবিষয়ে দ্বৈত এবং অদ্বৈতমত বিচার

মহর্ষি বাদরায়ণ শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বকেই তাঁহার রচিত *ব্রহ্মসূত্রে* ন্যায়তঃ বা যুক্তিতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন। মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার *ব্রহ্মসূত্রের* সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমগ্রবেদই একমাত্র অদ্বয়ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। অখন্ডাকারাবৃত্তির দ্বারা সাধকের এইরূপ অদ্বয়ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তবেই জীবন্মুক্তি লাভ সম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, *ব্রহ্মসূত্রের* নয়টি প্রধান ভাষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মচৈতন্যই যে শ্রুতির একমাত্র প্রতিপাদ্যবিষয়, এই মূল সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রের সকল ভাষ্যকারই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ, মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষের সাধন বিষয়ে অদ্বৈত ভাষ্যকার আচার্য শঙ্করের সহিত মধ্বাচার্য এক মত পোষণ করেন না। মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে দ্বৈত এবং অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতবিরোধ এবং বিচার বিদ্যমান, তাহাই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের মূল বিচার্য বিষয়।

মহর্ষি বাদরায়ণকৃত *ব্রহ্মসূত্রের* উপর আচার্যগণ যে সকল ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য *ব্রহ্মসূত্রের* উপর অদ্বৈতভাষ্য এবং রামানুজাচার্য শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে মধ্বাচার্য *ব্রহ্মসূত্রের* উপরে দ্বৈতভাষ্য রচনা করেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিকসৎ পদার্থ। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এবং জীব ও জগতের মধ্যে, জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে এবং জীব ও জীবের মধ্যে এই পঞ্চপ্রকার ভেদপ্রতীতি অবিদ্যা প্রযুক্ত। অদ্বৈতমতে ত্রিকালাবাধিতত্বই পারমার্থিকসৎ পদার্থের লক্ষণ। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কোনকালেই যাহা বাধিত হয় না, যাহার মিথ্যাত্বের প্রতীতি হয় না, তাহাই পরমার্থসৎ। জীব এবং জগৎ ব্যবহারদশায় ব্রহ্মাতিরিক্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও যাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে সেই ভেদ তাঁহার নিকট মিথ্যারূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলতঃ অদ্বৈতবেদান্তের মূলতত্ত্ব উপস্থাপন করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্মসত্য, জগৎমিথ্যা বা অনির্বচনীয় এবং জীবই ব্রহ্ম। এইকারণেই অদ্বৈতী বলিয়াছেন শমদমাদির অভ্যাস সহকারে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক শুভকর্মানুষ্ঠানের ফলে অন্তঃকরণের পাপাদিমল বিনষ্ট হইলে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দঅদ্বয়ব্রহ্মই হইলেন একমাত্র নিত্যবস্তু এবং ব্রহ্মভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই অবস্তু বা অনিত্য, এইরূপ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি বিবেক করিতে পারেন বা যাঁহার

ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকলপ্রকার সুখভোগের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন, ফলে অন্তঃকরণে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এইরূপ ষট্‌সম্পত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ ও মননের দ্বারা অসম্ভাবনা ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর নির্গুনব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারীর "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের ফলে ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মূলাবিদ্যা বিনষ্ট হইলে স্বকণ্ঠগত, অথচ বিস্মৃত মণিমালার প্রাপ্তির ন্যায় ব্রহ্মরূপ স্বীয় পূর্বসিদ্ধ স্বস্বরূপে অবস্থিতিই সদ্যোমুক্তি।

আচার্য জয়তীর্থ, আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রমুখ বেদান্তিগণ মূলতঃ বৈতণ্ডিক হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে মূলতঃ অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। স্বীয় মতবিষয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা করেননি। এইস্থলে মূলতঃ দ্বৈতবেদান্তী কীরূপে অদ্বৈত পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করিয়াছেন এবং *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে সকল পূর্বপক্ষ খণ্ডন পূর্বক অদ্বৈতী যে মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তী বিশেষভাবে মাধ্বগ্রন্থসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ মাধ্বসম্প্রদায় অদ্বৈত মত এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে, সেই খণ্ডনসমূহ নিরাকরণ না করিলে অদ্বৈত বেদান্তের পুনরুদ্ধার সম্ভবই হইত না। এই কারণে মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ পরবর্তীকালের অদ্বৈতাচার্যগণ মাধ্বমত খণ্ডনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে মোক্ষের স্বরূপ ও সাধন বিষয়ে মাধ্ব পূর্বপক্ষসমূহ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করা হইবে, মাধ্ব গ্রন্থ আচার্য ব্যাসতীর্থ রচিত *ন্যায়ামৃত* এবং *ন্যায়ামৃতের* টীকাসমূহ অবলম্বনে মাধ্ব পূর্বপক্ষ বিস্তৃতরূপে উপস্থাপিত হইবে এবং *অদ্বৈতসিদ্ধি* এবং তাহার টীকাসমূহ অবলম্বনে মাধ্ব পূর্বপক্ষ বিশেষরূপে খণ্ডিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত চিৎসুখাচার্য মাধ্ব পূর্বপক্ষ এবং অন্যান্য পূর্বপক্ষও উপস্থাপন করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য রচিত *তত্ত্বপ্রদীপিকা* এবং মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত *গূঢ়ার্থদীপিকা* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে সেইসকল পূর্বপক্ষও খণ্ডিত হইবে এবং সেইসকল পূর্বপক্ষ খণ্ডন অবসরে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ নিরাকৃত হইবে।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের অধ্যায় বিভাগ এইরূপঃ

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় *উপনিষদ্* অনুসারে মোক্ষস্বরূপ নিরূপণ

দ্বিতীয় অধ্যায় *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্য* অনুসারে জীবন্মুক্তির স্বরূপ নিরূপণ

তৃতীয় অধ্যায় *বিবরণ* অনুসারে মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব নিরূপণ

চতুর্থ অধ্যায় *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা* অনুসারে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন

পঞ্চম অধ্যায় *গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা* অবলম্বনে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন

ষষ্ঠ অধ্যায় *ন্যায়ামৃত* অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত খণ্ডন

সপ্তম অধ্যায় *অদ্বৈতসিদ্ধি* অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত স্থাপন

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জী

বর্তমান সারসংক্ষেপের পরবর্তী অংশে প্রতিটি অধ্যায় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে।

প্রথম অধ্যায়

উপনিষদ্ অনুসারে মোক্ষস্বরূপ নিরূপণ

বেদান্তসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে প্রভূত মতভেদ থাকিলেও সকল বেদান্ত সম্প্রদায়ই শ্রুতিকে উপজীব্য করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মসূত্রের প্রতিটি অধিকরণই ন্যায়স্বরূপ। কারণ প্রতিটি অধিকরণেই কোনও এক বা একাধিক শ্রুতি বিচারিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দ্বৈত,এবং অদ্বৈতমত অবলম্বনে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে শ্রুতির জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপনিষদ্ভাগে যেরূপে মোক্ষের স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে,তাহা গবেষণানিবন্ধের বর্তমান অধ্যায়ে সংক্ষেপে উপস্থাপিত হইবে।এই অধ্যায়ে মূলতঃ মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষের সাধন বিষয়ে মাণ্ডূক্য, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ্ অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই অধ্যায়ে যে সকল শ্রুতি বিচারিত হইবে, সেইসকল শ্রুতির ব্যাখ্যা বিষয়েও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। এই অধ্যায়ে সেই সকল বিচারের অবতারণা করা হইবে না। কেবল উপনিষদ্সমূহে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে যাহা সাক্ষাৎরূপে পঠিত হইয়াছে, তাহার সরলার্থমাত্রই সংক্ষেপে উপন্যস্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মসূত্র এবং *শাঙ্করভাষ্য* অনুসারে জীবন্মুক্তির স্বরূপ নিরূপণ

দুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তি এবং নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তিরূপ মোক্ষই যে অদ্বৈতশাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন, ইহা আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্যেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথম *ব্রহ্মসূত্রের* তাৎপর্য বর্ণনার পূর্বেই আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। অধ্যাসভাষ্যে আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ প্রথমব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা না করিয়া আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই অধ্যাস ভাষ্য রচনা করিলেন কেন?

বিবরণসম্প্রদায় প্রথম বর্ণকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া থাকেন যে, আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মবিচারাত্মক বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, বর্ণক কী?

ইহার উত্তর এই যে ভাষ্যের যে অংশে কোনও সূত্রের একপ্রকার তাৎপর্য বর্ণিত হইয়া থাকে, ভাষ্যের সেই অংশকেই একটি বর্ণক বলা হয়। *পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণ*কারের মতে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ প্রথম *ব্রহ্মসূত্র* চতুর্বিধ তাৎপর্য উপস্থাপন করিয়া থাকে। এই চতুর্বিধ তাৎপর্যকে *বিবরণাচার্য* চারিটি বর্ণকে বিভক্ত করিয়া উপন্যাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম বর্ণকের প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ -আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস সিদ্ধ হইলে তবেই অদ্বৈতশাস্ত্রের জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যরূপ বিষয় এবং মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাসসিদ্ধ হইলেই "অহংস্থূলঃ", "অহমন্ধঃ", "অহংসুখী" প্রভৃতি অহমাকারপ্রতীতিসমূহের অধ্যাসিকত্ব বা ভ্রমত্বসিদ্ধ হয়। অহমাকার প্রতীতিসমূহের অধ্যাসিকত্ব বা ভ্রমত্বসিদ্ধ না হইলে জীবাত্মা যে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন এবং অশনায়াপিপাসার অতীত, তাহা সিদ্ধ হয় না এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ও সিদ্ধ হইতে পারে না। জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যসিদ্ধ না হইলে ব্রহ্মবিচারাত্মক অদ্বৈতশাস্ত্রে মোক্ষার্থী পুরুষের প্রবৃত্তিই উপপন্ন হইবে না। ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে, "তরতিশোকমাত্মবিৎ"[১] অর্থাৎ যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তিনিই অবিদ্যারূপ শোক উত্তীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা"

সূত্রে সূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারী পুরুষের ব্রহ্মবিচার কর্তব্য। কিন্তু অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানই যদি মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ হয়, তাহা হইলে মোক্ষার্থী ব্যক্তি ব্রহ্মবিচার করিবেন কেন? সিদ্ধান্তী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে আত্মা এবং ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়াই মোক্ষার্থী পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মবিচারের কর্তব্যতা প্রথম *ব্রহ্মসূত্রে* প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু জীব অহমাকার প্রতীতিসমূহে নিজেকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই অনুভব করিয়া থাকে। তাহার অনুভব হয়, "অহমিহৈবাস্মিসদনেজানানঃ"। অর্থাৎ জীব নিজেকে পরিচ্ছিন্নরূপে, অনিত্যরূপে সুখদুঃখাদিযুক্তরূপেই অহমাকার প্রতীতিসমূহে অনুভব করিয়া থাকে। এইজন্যই অহমাকার প্রতীতি সমূহের ভ্রমত্ব বা আধ্যাসিকত্ব প্রতিপাদিত না হইলে জীব ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্তই হইবেন না। সুতরাং আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে শাস্ত্রার্থে জীবের প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না, জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যরূপ অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয় সিদ্ধ হয় না এবং অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন ও সিদ্ধ হয় না। এইকারণেই অধ্যাসভাষ্যে আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস প্রতিপাদনের অনন্তর আচার্য শঙ্কর বেদান্তশাস্ত্রের ফল বা প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহা উপস্থাপন করিতে বলিয়াছেন, "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বেবেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।"[২] অধ্যাসভাষ্যের এইরূপ সন্দর্ভেই আচার্য শঙ্কর প্রতিপাদন করিলেন যে অনর্থের হেতুভূত অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষই অদ্বৈতশাস্ত্রের চরম প্রয়োজন। অধ্যাসভাষ্যের উক্ত সন্দর্ভে ইহাও প্রতিপাদন করা হইল যে, আত্মৈকত্ববিদ্যাই অবিদ্যানিবৃত্তির সাক্ষাৎকারণ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকাররূপ চরমব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই অনর্থের হেতুভূত অবিদ্যার অস্তময়রূপ মোক্ষ চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেরই সাক্ষাৎকার্য হওয়ায় অর্থতঃ ইহাও সূচিত হইল যে অদ্বৈতবেদান্তের পরমপুরুষার্থ মোক্ষ জ্ঞানমাত্র সাধ্য। সুতরাং ভাষ্যের এইরূপ সন্দর্ভের দ্বারা ইহাও সূচিত হইল যে মোক্ষ জ্ঞান এবং উপাসনা উভয়সাধ্য নহে অথবা জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়সাধ্য নহে। অপরাপর যে সকল বেদান্তসম্প্রদায় মোক্ষকে উপাসনার ফল বলেন অথবা মোক্ষের সাধন বিষয়ে যে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ স্বীকার করেন, সেই সমস্ত মতই যে অদ্বৈতবেদান্তীর পক্ষে খণ্ডনীয় পক্ষ, তাহার সূচনাও অধ্যাসভাষ্যের পূর্বোক্ত সন্দর্ভেই করা হইল।

অনন্তর কার্যাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কার্যব্রহ্মোপাসনার দ্বারা উপাসক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মলোকবাসিগণের ক্রমমুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রমমুক্তি জীবন্মুক্তি নহে, অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মপাদ নামক চতুর্থ পাদে মহর্ষি বাদরায়ণ এবং আচার্য শঙ্কর নির্গুণব্রহ্মবিদ যে সদ্যোমুক্তিলাভ করিয়া থাকেন সেই সদ্যোমুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণে, বলা হইয়াছে যে পূর্বসিদ্ধ স্বস্বরূপে অবস্থানই সদ্যোমুক্তি। এই অধিকরণে একাধিক সূত্রে মুক্তির স্বরূপ বিচারিত হইয়াছে এবং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফল বিচারিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে প্রথম বিভাগে সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা জীবন্মুক্তিরূপ ফলের স্বরূপ কী তাহা প্রতিপাদিত হইবে। এই পাদেরই উত্তর ভাগে সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফল কথিত হইয়াছে। সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফল জীবন্মুক্তি নহে। এই কারণে বর্তমান গবেষণানিবন্ধে চতুর্থ পাদের উত্তরভাগের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখমাত্র করা হইবে, গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে না।

টীকা

১। ***উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী,*** প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), প্রথম সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৮,পৃষ্ঠা -২৩৯।

২। বেদব্যাস, ***বেদান্তদর্শনম্*** (১ম খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৬২।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবরণ অনুসারে মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব নিরূপণ

বিবরণ অনুসারে 'মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব নিরূপণ' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশাত্মযতি বিরচিত *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* অনুসারে মোক্ষের স্বরূপের আলোচনা করা হইয়াছে এবং মোক্ষরূপ অদ্বৈতবেদান্তের প্রয়োজন যে চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই উৎপন্ন হয় তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। *বিবরণাচার্য* মঙ্গলাচরণের অনন্তর গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে "তত্র অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইতি সূত্রে অনুবাদপরিহারায় শাস্ত্রে পুরুষপ্রবৃত্তিসিদ্ধয়ে চ 'কর্তব্যা' ইতি পদমধ্যাহর্তব্যম্। তত্র জিজ্ঞাসাপদেনঅন্তর্ণীতংবিচারমুপলক্ষ্য অনুষ্ঠানযোগ্যতয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য ব্রহ্মজ্ঞানায় বিচারঃ কর্তব্যঃ ইতি সূত্রবাক্যস্য শ্রৌতোহর্থঃ অর্থাৎ অধিকারিবিশেষণমোক্ষসাধনং ব্রহ্মজ্ঞানমিতি সিধ্যতি, সন্নিধানাচ্চ বেদান্তবাক্যবিচারঃ ইতি শ্রুত্যর্থাভ্যাং সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য মোক্ষসাধনব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবাক্যবিচারঃ কর্ত্যব্য ইতি সূত্রবাক্যস্য তাৎপর্যেণ প্রতিপাদ্যোহর্থোহবগতঃ।"[১] অর্থাৎ এইস্থলে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন যে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রে কোনও ক্রিয়াপদ না থাকায় আপত্তি হইতে পারে যে 'সপ্তদীপা বসুমতী' এইরূপ বাক্য যেমন অন্য প্রমাণের দ্বারা গৃহীত বিষয়ের অনুবাদমাত্র করিয়া থাকে সেইরূপ 'অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্র অনুবাদমাত্র। এইরূপ আপত্তি নিরসনের নিমিত্ত *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন যে 'অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রে অনুবাদত্ব পরিহারের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মবিচারাত্মক বেদান্তশাস্ত্রে পুরুষের প্রবৃত্তি সিদ্ধির নিমিত্ত 'কর্তব্যা' পদ অধ্যাহার করিতে হইবে।

পুনরায় আপত্তি হইবে যে 'কর্তব্যা' পদ অধ্যাহৃত হইলেও 'জিজ্ঞাসা' পদের সহিত 'কর্তব্যা' পদের কোনো সম্বন্ধ উপপন্ন হয় - জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, যাহা কোনও প্রেক্ষাবান ব্যক্তি করিতে পারে, না করিতে পারে অথবা অন্য কোনও প্রকারে করিতে পারে তাহাই কর্তব্য বা বিধির বিষয় হয়। জ্ঞান এবং ইচ্ছা কোনোটির সম্বন্ধে উহা করা যাইতে পারে,না করা যাইতে পারে বা অন্য প্রকারে করা যাইতে পারে ইহা বলা যায় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, জ্ঞানের উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি জ্ঞাতার ইচ্ছা, অনিচ্ছার অধীন নয়। ইচ্ছা অন্তঃকরণে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। ইচ্ছাও রাগতঃ প্রাপ্ত হওয়ার বিধির বিষয় হয় না। যে জ্ঞান এইস্থলে ইষ্যমাণ সেই জ্ঞান বিচারসাধ্য হওয়ায় ইচ্ছা এবং জ্ঞানের মধ্যে সন্দংশ ন্যায়ে বিচার পতিত হওয়ায় এইস্থলে বিচারই 'জিজ্ঞাসা' পদের অর্থ। সেই বিচারই এইস্থলে কর্তব্যরূপে সেই বিচার অনুষ্ঠানযোগ্য হওয়ায়

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীর পক্ষে জ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মবিচার কর্তব্য, ইহাই প্রথম ব্রহ্মসূত্রের শ্রৌত অর্থ বা যথাশ্রুতার্থ। অর্থতঃ এই সূত্রের দ্বারা অন্য অর্থ সিদ্ধ হয়, সেই অর্থ এই সূত্রের আর্থিকার্থ। অর্থতঃ উক্ত সূত্রের দ্বারা যে অর্থ সিদ্ধ হয় তাহা এই প্রকার : সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে শেষ সাধন মুমুক্ষুত্ব। মোক্ষার্থী পুরুষ ব্রহ্মবিচার করিবেন, এই প্রকার শ্রৌত অর্থের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষের সাধন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত বেদান্তবাক্য বিচার কর্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞান যদি মোক্ষের সাধন না হইত তাহা হইলে মোক্ষার্থী ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্তই হইতেন না। সুতরাং প্রথম ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা অর্থতঃ ব্রহ্মরূপ শাস্ত্রের একমাত্র বিষয় এবং মোক্ষরূপ শাস্ত্রের প্রয়োজন এই উভয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয় এবং প্রয়োজন প্রতিপাদনও সূত্রের আর্থিকার্থ।

আচার্য শঙ্কর 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের উপক্রমণিকা রূপে যে অধ্যাসভাষ্য রচনা করিয়াছেন সেই অধ্যাসভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।" অধ্যাসভাষ্যের এই অংশ পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। *বিবরণাচার্য* উক্ত ভাষ্যাংশের সন্দর্ভ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিবরণাচার্যের মতে "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই অংশ হইতে "অহমিদম্" "মমেদম্" ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ' ইত্যাদি ভাষ্য "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।" এই ভাষ্যে পর্যবসিত হয় এবং এই উভয় ভাষ্যই শাস্ত্রের বিষয় এবং প্রয়োজন উভয়ই প্রতিপাদন করে।

প্রশ্ন হইতে পারে, কীরূপে উক্ত ভাষ্যদ্বয় বিষয়, প্রয়োজন প্রতিপাদন করে?

এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন, "ননু কথং ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি? শাস্ত্রারম্ভনিমিত্ত বিষয় প্রয়োজন সিদ্ধিহেতোঃ অধ্যাসস্য উপস্থাপকত্বাৎ ইতি ব্রূমঃ। হেতুবচনং হি প্রতিজ্ঞাতার্থমেব সাধয়তি।"[২] *বিবরণাচার্যের* তাৎপর্য এই, শাস্ত্রারম্ভের নিমিত্ত শাস্ত্রের বিষয় এবং প্রয়োজন প্রতিপাদন আবশ্যক। কারণ বিষয় এবং প্রয়োজনের জ্ঞান না থাকিলে অধিকারী ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। অধ্যাস বিষয়, প্রয়োজন সিদ্ধির হেতুস্বরূপ। অধ্যাসভাষ্যে এই অধ্যাস উপস্থাপনের দ্বারা বিষয় এবং প্রয়োজন সিদ্ধির হেতুই প্রতিপাদিত হইয়াছে। *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন যে, এইরূপ হেতুবচন প্রতিজ্ঞাত অর্থেরই

সিদ্ধি করিয়া থাকে। তাৎপর্যদীপিকাকার উক্ত *বিবরণ*সন্দর্ভের ব্যাখ্যার নিমিত্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত উভয় ভাষ্যই বিষয় প্রয়োজন প্রতিপাদন করে ইহা বলিবার কারণ কী?

'অস্য অনর্থোহেতোঃ প্রহাণায়' ইত্যাদি ভাষ্য কণ্ঠতঃই বিষয় ও প্রয়োজন প্রতিপাদন করে, ''যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' ইত্যাদি হইতে''নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ'' ইত্যন্ত ভাষ্য অধ্যাসই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তাহা হইলে *বিবরণাচার্য* কী কারণে বলিয়াছেন যে '' নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ'' ইত্যন্ত ভাষ্যও ব্রহ্মরূপ বিষয় এবং মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করে? *বিবরণে*র পূর্বোক্ত সন্দর্ভে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। নৈসর্গিকঃ 'অয়ং লোকব্যবহার' ইত্যন্ত ভাষ্য যে অধ্যাসের প্রতিপাদক হইতে কোনও সংশয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অধ্যাসসিদ্ধ না হইলে বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য অধ্যাসরূপ হেতু উপস্থাপনার দ্বারা উক্ত ভাষ্যাংশ বিষয়, প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে। ভাষ্যের কোন্ অংশে মোক্ষই যে এই শাস্ত্রের প্রয়োজন ইহা সাধিত হইয়াছে তাহা *বিবরণাচার্য* স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিলেন। *বিবরণে*র এই অংশ পর্যালোচনা না করিলে পূর্বোক্ত উভয় ভাষ্যাংশই যে মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে তাহা অবগত হওয়া যায় না। শাঙ্করভাষ্যের কোন্ অংশে মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে এবং মোক্ষের সাধনরূপে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা *বিবরণাচার্য* স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। *বিবরণ* ব্যতিরেকে ভাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য উৎঘাটন সম্ভব নহে বলিয়াই আমরা *বিবরণে*র এই অংশ আলোচনা করিলাম।

প্রথম বর্ণকের শেষ অংশে *বিবরণাচার্য* ''অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বেবেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।'' এইরূপ প্রয়োজন ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বপক্ষিগণ এই প্রকার প্রয়োজনভাষ্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন যে, অনর্থহেতু যে অধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যা এবং তৎকার্যসমূহরূপ অনর্থের হেতু অনাদি হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে।

পূর্বপক্ষিগণ এই প্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিলে পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন হইবে যে, অনর্থের হেতু অনাদি হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে, এইরূপ আপত্তি কি লৌকিক শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উত্থাপন করিয়াছেন? অথবা শাস্ত্রাভিজ্ঞ পরীক্ষক ব্যক্তিগণ উত্থাপন করিয়াছেন? *বিবরণা*চার্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই উভয় বিকল্পের কোনওটিই গ্রহণযোগ্য নহে। লোকব্যবহারে যে অনাদি প্রাগভাবের নিবৃত্তি স্বীকার করা হয় ইহা প্রদর্শন করিতে *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন 'লোকে তাবদনাদেঃ প্রাগভাবঃ নিবর্ত্ততে' অনন্তর

বিবরণাচার্য শাস্ত্রাভিজ্ঞ পরীক্ষক ব্যক্তিগণযে অনাদি পদার্থের নিবৃত্তি স্বীকার করেন তাহা প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় তত্ত্বপরিভাবনা প্রকর্ষের দ্বারা অনাদি বাসনারসংস্কারের নিবৃত্তি স্বীকার করেন। অনাদি বাসনাসংস্কারের নিবৃত্তি বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতে কীরূপে হয় তাহা এইস্থলে সিদ্ধান্তীর বিচার্য বিষয় নহে। *বিবরণ বিবরণাচার্য* কেবল ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে অনাদি বাসনা সংস্কারের নিবৃত্তি অন্যান্য দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন যে অনাদি মিথ্যা জ্ঞানপ্রবাহের নিবৃত্তি হয়। পরমাণুতে পাকজ গুণের উৎপত্তিস্থলে অনাদি কাল হইতে ক্ষিতি পরমাণুতে বিদ্যমান শ্যামরূপের ধ্বংস পূর্বক পাকজ রূপের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যসম্প্রদায়ও প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে বিবেকজ্ঞানের দ্বারা অনাদি অবিবেকের নিবৃত্তি স্বীকার করেন। মীমাংসাসম্প্রদায়ও ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

পূর্বপক্ষী অনন্তর সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে অনুমান প্রয়োগ করিতে পারেন যে, 'বিমতম্ অজ্ঞানম্ ন নিবর্ততে' অনাদিত্বে সতি ভাবরূপত্বাৎ আত্মবৎ'। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য এই যে, অনাদি প্রাগভাবের নিবৃত্তি লোকব্যবহারে এবং ন্যায়াদি সম্প্রদায়ের মতে স্বীকৃত হইলেও অনাদি ভাব পদার্থের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। যথা আত্মা।

এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে *পঞ্চপাদিকাকারকে* অনুসরণ করিয়া *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন "ন হি সাদিত্বম্নাদিত্বং বা বিনাশাবিনাশয়োঃ নিমিত্তম্ কিন্তু বিরোধিসন্নিপাতাসন্নিপাতৌ ইতি পরিহরতি।"[৩] অর্থাৎ সাদিত্ব এবং অনাদিত্বের দ্বারা বিনাশিত্ব এবং অবিনাশিত্ব নিরূপিত হয় না। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, পঞ্চপাদিকাকার এবং *বিবরণাচার্যের* মতে বিরোধিসন্নিপাত এবং অসন্নিপাতই বিনাশিত্ব এবং অবিনাশিত্বের নিমিত্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অজ্ঞানের বিরোধী উপস্থিত হইলে অনাদিভাবরূপ অজ্ঞানও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞান আত্মার ন্যায় অনাদি ভাবরূপ পদার্থ হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে এবং অনর্থহেতু অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে মোক্ষরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে না, এইরূপ আপত্তির উত্তরে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন, "অনাদিভাবরূপং আত্মবৎ ন নিবর্ততে ইতি চেৎ ন অনির্বচনীয়ত্বাদজ্ঞানস্য। অনাদির্ন নিবর্তত ইতি সামান্যব্যাপ্তিঃ। জ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি তু বিশেষব্যপ্তিঃ অতঃ সৈব বলবতী।"[৪] *বিবরণাচার্যের* তাৎপর্য এই যে, অনাদি ভাবরূপ পদার্থের নিবৃত্তি হয় না, ইহা সামান্যব্যাপ্তি কিন্তু জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক ইহা বিশেষব্যাপ্তি। সামান্য নিয়ম অপেক্ষা সর্বদা বিশেষ নিয়ম বলবান হইয়া থাকে, ইহা মীমাংসকসম্প্রদায় সাবকাশ-নিরবকাশ ন্যায়

প্রয়োগ পূর্বক সিদ্ধ করিয়া থাকেন। সামান্য নিয়মের প্রয়োগস্থল অধিক হওয়ায় তাহা সর্বদাই সাবকাশ হয়।অপরপক্ষে বিশেষ নিয়মের প্রয়োগস্থল অল্প হওয়ায় বিশেষ নিয়ম নিরবকাশ হইয়া থাকে। সাবকাশ এবং নিরবকাশের মধ্যে বিরোধ হইলে যদি সাবকাশকে বলবান বলা হয়, তাহা হইলে নিরবকাশ নিয়মের কোনও প্রয়োগস্থল না থাকায় নিরবকাশ নিয়ম অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কোনও শাস্ত্রেরই অন্তর্গত একটি নিয়ম অপ্রমাণ হইলে সমগ্র শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্যশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই কারণেই সাবকাশ এবং নিরবকাশের মধ্যে বিরোধ হইলে নিরবকাশই বলবান হইয়া থাকে। আলোচ্য স্থলেও সামান্য নিয়ম অপেক্ষা বিশেষ নিয়মই বলবতী হইবে। এইস্থলে তাৎপর্যদীপিকাকার বিশেষ ব্যাপ্তিরবলবত্তার অন্য একটি হেতুও প্রদর্শন করিয়াছেন। সামান্যব্যাপ্তিমূলক অনুমান অপেক্ষা বিশেষব্যাপ্তিমূলক অনুমান অবিলম্বে প্রতিপত্তির হেতু হওয়ায় বিশেষব্যাপ্তিমূলক অনুমান সর্বদাই সামান্যব্যপ্তিমূলক অনুমান অপেক্ষা বলবতী হইয়া থাকে। পূর্বপক্ষী অজ্ঞান অনাদি ভাব পদার্থ বলিয়া অজ্ঞানের অনিবৃত্তির আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন যে, অজ্ঞান যেরূপ অভাববিলক্ষণ, সেইরূপ উহা ভাববিলক্ষণ বা সৎবিলক্ষণও বটে। অজ্ঞানকে যে ভাবরূপে বা অভাবরূপে কোনওপ্রকারেই নির্বাচন করা যায় না, তাহা *পঞ্চপাদিকা*কারকে অনুসরণ করিয়া *বিবরণাচার্য* পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে অনর্থহেতু অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব তাহা সিদ্ধ করিয়া *বিবরণাচার্য* প্রতিপাদন করিলেন যে, অনর্থহেতু নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অসম্ভব নহে। পঞ্চপাদিকার অন্তর্গত 'অবিদ্যাশক্তি' ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন "তত্র প্রথমন্তাবৎ অধ্যাসপ্রবাহজন্মনা উপাদানকারণরূপেণ নৈসর্গিকত্বং কার্যব্যক্তিরূপেণ নৈমিত্তিকত্বং ইতি অবিরোধং দর্শয়িতুং আত্মনি ভাবরূপমজ্ঞানং সাধয়তি – অবশ্যমেষা অবিদ্যাশক্তি ইতি 'অবশ্যম্ ইতি 'এষা' ইতি চ প্রমাণদ্বয়বত্তামাহ। প্রত্যক্ষং তাবৎ অহমজ্ঞসামান্যং চ ন জানামি ইত্যপরোক্ষাবভাসদর্শনাৎ। ননু জ্ঞানাভাববিষয়ঃ অয়মবভাসঃ? ন অপরোক্ষাবভাসত্বাৎ 'অহং সুখী' ইতিবৎ। অভাবস্য চ ষষ্ঠপ্রমাণগোচরত্বাৎ প্রত্যক্ষাভাববাদিনোপি ন আত্মনি জানাভাবাবগমঃ সম্ভবতি 'ময়িজ্ঞানম্নাস্তি' ইতি প্রতিপত্তৌ আত্মনি ধর্মিণি প্রতিযোগিনি চ অর্থে অবগতে তত্র জ্ঞানসদ্ভাবাৎ জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্য-প্রতীত্যযোগাৎ।অনবগতেঅপি ধর্ম্যাদৌ সুতরাং অভাবানবগমাৎ। ষষ্ঠপ্রমাণগোচরে ফললিঙ্গাভাবানুমেয়েহপি জ্ঞানাভাবে আত্মাদৌ অবগতে অনবগতেহপি আত্মনি জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্যযোগাৎ।"[৫] এই সন্দর্ভে *বিবরণাচার্য* প্রতিপাদন করিলেন যে,'ময়ি জ্ঞানম্ নাস্তি' এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারাই অভাব বিলক্ষণরূপে অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়। জ্ঞানপ্রাগভাবকে উক্ত প্রতীতিদ্বয়ের বিষয় বলা হইলে

যে ব্যাহতি অনিবার্য তাহা স্পষ্টরূপে *বিবরণাচার্য* এই সন্দর্ভে বলিয়াছেন। অজ্ঞান ভাব বিলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান প্রাগভাবের ন্যায় স্ববিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইবে না কেন?

বিবরণাচার্য পূর্বপক্ষীকে এই প্রকার প্রতিপ্রশ্ন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বেদান্তের প্রয়োজন নির্দেশ করিতে বলিয়াছিলেন "অস্য অনর্থ হেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।" ভাষ্যের এই সন্দর্ভে অনর্থহেতু প্রহাণরূপ প্রয়োজন নির্দেশের অনন্তর আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তিকেও শাস্ত্রের প্রয়োজনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

ইহাতে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে অনর্থহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তি যদি শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে পুনরায় ভাষ্যকার 'আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে' এই পদের দ্বারা নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনের সূচনা করিয়াছেন কেন?

এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদান করিতে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন, "ননু নানর্থনিবৃত্তিঃ শাস্ত্রস্য প্রয়োজনম্ কিং তু নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দাব্যাপ্তিরিতি পুনঃ প্রয়োজনভাষ্যমাক্ষিপতি ননু নিরতিশয়ানন্দং ব্রহ্ম শ্রূয়ত ইতি।"[৬]

বিবরণাচার্যের তাৎপর্য এই যে অনর্থনিবৃত্তি ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সিদ্ধান্তী ভাব পদার্থ হইতে অতিরিক্ত অভাব পদার্থ স্বীকার করেন না। এই কারণে অদ্বৈত মতে প্রাগভাবকে উপাদান স্বরূপ, ধ্বংসাভাবকে শেষস্বরূপ, অত্যন্তাভাব অধিকরণস্বরূপ এবং অন্যোন্যাভাবকে অনুযোগিস্বরূপ বা প্রতিযোগিস্বরূপ বলিয়া থাকেন।

অবিদ্যা শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যে অনাদিকাল হইতে অধ্যস্ত রহিয়াছে, ঐরূপ অবিদ্যার ধ্বংস বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ। নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তি হইতে অতিরিক্ত অবিদ্যার ধ্বংসরূপ কোনও অভাব পদার্থ সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন না। অবিদ্যার নিবৃত্তি নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির স্বরূপ হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তিও পুরুষার্থেরই অন্তর্গত। বস্তুতঃপক্ষে *বিবরণাচার্য* এইস্থলে 'অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে,' এইরূপ ভাষ্যসন্দর্ভে গূঢ় অভিপ্রায় উৎঘাটন করিয়াছেন। অনর্থ বা দুঃখনিবৃত্তি স্বতঃ প্রয়োজন হইতে পারে না। এইরূপ আক্ষেপের সমাধানের নিমিত্তই অনর্থনিবৃত্তি রূপ প্রয়োজন উল্লেখের অনন্তর অত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তিরূপ প্রয়োজনের উল্লেখ দ্বারা

অনর্থনিবৃত্তি যে নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থেরই অন্তর্ভুক্ত এবং পুরুষার্থ হইতে অতিরিক্ত না হওয়ায় মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থের অন্তর্ভুক্ত,ইহার সূচনা করিতেই প্রথমে প্রয়োজনরূপে অনর্থনিবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। অনন্তর উহা যে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত নহে তাহার সূচনা করিবার জন্য আত্মৈকত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিবরণের নবম তথা অন্তিম বর্ণকে *বিবরণাচার্য* প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মোক্ষ উপাসনারূপ কর্মসাধ্য নহে। ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার হইতে অনর্থহেতুর নিবৃত্তি হয় এবং নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মোক্ষ যদি উপাসনাসাধ্য হয়, তাহা হইলে ধর্মবিচারাত্মক পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের ফল হইতে ব্রহ্মবিচারাত্মক উত্তরমীমাংসার ফলের কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য থাকিবে না।

ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে বস্তুতঃপক্ষে পূর্বমীমাংসার ফল এবং উত্তরমীমাংসার ফলের মধ্যে বৈলক্ষণ্য নাই। কারণ মোক্ষ উপাসনাসাধ্য হওয়ায় যাগাদি কর্মের ফল স্বর্গের ন্যায় কর্মজন্য।

এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতে *পঞ্চপাদিকা*কারকে অনুসরণ করিয়া *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন ‘‘ননু নাস্তি ফলবৈলক্ষণ্যম্ মোক্ষস্যাপি উপাসনাসাধ্যতয়া কর্মজন্যত্বাৎ, ততশ্চ উপচয়াপচয়শরীরেন্দ্রিয়াদিমত্তাপি স্যাৎ, ইত্যত আহ – শ্রুতিতো ন্যায়তশ্চেতি ‘ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ ‘বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মতাহশরীরতাহমৃতত্ব লক্ষণো মোক্ষো দর্শিতঃ।’’[৭]

বিবরণাচার্য *পঞ্চপাদিকা*কারকে অনুসরণ করিয়া এইস্থলে বলিয়াছেন যে পূর্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার মধ্যে ফলবৈলক্ষণ্য অবশ্য স্বীকার্য। কারণ মোক্ষ যদি উপাসনারূপ কর্মসাধ্য হইত তাহা হইলে সমস্ত কর্মফলের ন্যায় মোক্ষেরও উপচয় অপচয় বা হ্রাস বৃদ্ধি এবং ক্ষয় থাকিত, কর্মের ফল ভোগ করিতে হইলে শরীর আবশ্যক, যেহেতু দেহই ভোগের আয়তন। কর্মফল ভোগের জন্য কেবল শরীর আবশ্যক নহে, শরীরের সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাসও আবশ্যক, কিন্তু *বিবরণাচার্য* নবম বর্ণকে শ্রুতির দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মোক্ষের কোনওপ্রকার নাশ হয় না এবং মোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম অশরীর, মোক্ষের যে নাশ হয় না ইহা সিদ্ধ করিতে *বিবরণাচার্য* ‘বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে’ ‘ব্রহ্মসংস্থঅমৃতত্বমেতি’ ‘অথায়মশরীরোহমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব’ প্রভৃতি শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন। ‘ন চ পুনরাবর্ততে’[৮] এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতির দ্বারাও প্রতিপাদিত

হইয়াছে যে, মোক্ষলাভের অনন্তর পুনরাবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ে শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন 'অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ'[৯] মোক্ষরূপ ফলের নাশ অসম্ভব হওয়ায় এবং মোক্ষের শরীরাভিমানেরও নাশ হওয়ায় মোক্ষ কর্মফল হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তি উপস্থাপন করিতে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন ''ততশ্চ ন ক্রিয়াসাধ্যো মোক্ষ ইতি' ক্রিয়াসাধ্যত্বে অভ্যুদয়ফলবৎ শরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুতা উপচয়াপচয়বত্ত্বং চ মোক্ষস্যস্যাদিত্যাহ - যদি সন্ধ্যোপাসনবদিত্যাদিনা।''[১০]পূর্বোক্ত প্রকারে *পঞ্চপাদিকা* এবং *বিবরণে* সিদ্ধান্তীত হইয়াছে যে মোক্ষ উপাসনারূপ ক্রিয়াসাধ্য নহে।

টীকা

১। প্রকাশাত্মযতি, বিবরণ,চিৎসুখাচার্য,তাৎপর্যদীপিকা,নৃসিংহাশ্রম,ভাবপ্রকাশিকা, এস শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস আর কৃষ্ণমূর্তি(সম্পাঃ),পঞ্চপাদিকা,গর্ভণমেন্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাস্ক্রিপটস্ লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ খৃ,পৃষ্ঠা-১৩-১৪।

২। প্রকাশাত্মযতি, বিবরণ,চিৎসুখাচার্য,তাৎপর্যদীপিকা,নৃসিংহাশ্রম,ভাবপ্রকাশিকা,এস শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস আর কৃষ্ণমূর্তি(সম্পাঃ),পঞ্চপাদিকা,গর্ভণমেন্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাস্ক্রিপটস্ লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ খৃ,পৃষ্ঠা-১৬।

৩। প্রকাশাত্মযতি, বিবরণ,চিৎসুখাচার্য,তাৎপর্যদীপিকা,নৃসিংহাশ্রম,ভাবপ্রকাশিকা, এস শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস আর কৃষ্ণমূর্তি(সম্পাঃ),পঞ্চপাদিকা,গর্ভণমেন্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাস্ক্রিপটস্ লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ খৃ,পৃষ্ঠা-৩৭২-৩৭৩।

৪।তদেব,পৃষ্ঠা-৩৭৩।

৫। তদেব,পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫।

৬। তদেব,পৃষ্ঠা-৩৭৮।

৭। তদেব,পৃষ্ঠা-৭৪৫।

৮। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ***উপনিষদ,***দ্বিতীয় ভাগ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা,২০০২,পৃষ্ঠা-৪৪০।

৯। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ***উপনিষদ,***দ্বিতীয় ভাগ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স,কলকাতা,২০০২,পৃষ্ঠা-৪৩০।

১০। প্রকাশাত্মযতি, বিবরণ,চিৎসুখাচার্য,তাৎপর্যদীপিকা,নৃসিংহাশ্রম,ভাবপ্রকাশিকা,এস শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস আরকৃষ্ণমূর্তি(সম্পাঃ),পঞ্চপাদিকা,গর্ভণমেন্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাস্ক্রিপটস্ লাইব্রেরি,মাদ্রাজ,১৯৫৮ খৃ,পৃষ্ঠা-৭৪৫।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা অনুসারে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে প্রথম তিনটি অধ্যায়ে উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও শাঙ্করভাষ্য এবং *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* অনুসারে অদ্বৈতমতে মোক্ষের স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে এবং শাঙ্করভাষ্য ও *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* অনুসারে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নির্গুণব্রহ্মের চরম অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বারাই জীবন্মুক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ববর্তী তিনটি অধ্যায়ে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্তি উৎপন্ন হইলেই বিদেহমুক্তি হয় না, কারণ প্রারব্ধকর্ম চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয় না। যে প্রারব্ধ কর্মজীবের জন্মকালে ফলোন্মুখ হয়, তাহা ফল প্রদান করিয়াই বিনষ্ট হয়, সুতরাং যত কাল সেই প্রারব্ধের ফলভোগ না হয়, ততকাল পর্যন্ত জীবকে দেহধারণ করিতে হয় এবং দেহধারণজনিত দুঃখ ও ভোগ করিতে হয় এবং প্রারব্ধ শেষ হইলে জীবন্মুক্ত যোগীর বিদেহমুক্তি হয়।

এইক্ষণে বিবরণসম্প্রদায়ের প্রকরণগ্রন্থসমূহে কীরূপে মুক্তির স্বরূপ এবং মুক্তির সাধন আলোচিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করা হইবে।

চিৎসুখাচার্য প্রণীত *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা* বিবরণসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রকরণগ্রন্থ। এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শাব্দাপরোক্ষবাদ স্থাপন প্রসঙ্গে চিৎসুখাচার্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য শ্রবণের ফলে শব্দ প্রমাণ হইতে চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, ইহাই বিবরণসম্প্রদায়ের মত এবং এইরূপ মতই শাব্দাপরোক্ষবাদরূপে প্রসিদ্ধ। শাব্দাপরোক্ষবাদস্থাপনের অনন্তর চিৎসুখাচার্য বিবরণ মতের বিরুদ্ধে একটি পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করিয়াছেন। এই পূর্বপক্ষমীমাংসক সম্প্রদায় উত্থাপন করিয়াছেন। মীমাংসকসম্প্রদায় আপত্তি করিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব নহে। কারণ আত্মজ্ঞান স্বর্গাদির ফলজনক যে যাগাদিকর্ম সেই কর্মেরই অঙ্গ হওয়ায় উহার স্বতন্ত্র কোনও ফল থাকিতেই পারে না। আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন, উহা দেহ, ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের সহিত অভিন্ন নহে, এইরূপ শরীরাদিভিন্ন আত্মারজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত স্বর্গাদি পারলৌকিক ফলের জনক যাগাদি কর্মে কোনও ব্যক্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ আত্মা যদি শরীরাদির সহিত অভিন্ন হয়, তাহা হইলে শরীরাদির বিনাশে আত্মার বিনাশ হইয়া যাইবে এবং আত্মার যদি বিনাশ হয় তাহা হইলে মৃত্যুর পর পারলৌকিক ফলভোগের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। এই কারণে যাঁহারা স্বর্গাদিফল

লাভের নিমিত্ত যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদেরও আত্মজ্ঞান থাকা আবশ্যক। অতএব আত্মজ্ঞান না থাকিলে পারলৌকিক ফলের জনক যাগাদি কর্মে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং আত্মজ্ঞান যাগাদি কর্মের অঙ্গ। আত্মজ্ঞান থাকিলে তবেই যাগাদি কর্মে প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞানের অন্যকোনও ফল সম্ভব নহে। এইরূপ মীমাংসক পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে চিৎসুখাচার্য বিস্তৃতরূপে জ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব খন্ডন করিয়াছেন এবং তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞান কর্মের শেষ বা অঙ্গ নহে, অনন্তর এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষভাগে চিৎসুখাচার্য জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ নিরাকরণের পূর্বে চিৎসুখাচার্য জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের সপক্ষে পূর্বপক্ষিগণের যুক্তিসমূহ তিনি উদ্ধার করিয়াছেন এবং যুক্তিসমূহ বিস্তৃতরূপে পর্যালোচনা করিয়াছেন।

পূর্বপক্ষ উপস্থাপনের অনন্তর তিনি ঐ সকল পূর্বপক্ষ নিরাকরণ করিয়াছেন। এই রূপে চিৎসুখাচার্য প্রণীত *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা* গ্রন্থে তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ নিরাকৃত হইয়াছে।

টীকা

চিৎসুখাচার্য, ***তত্ত্বপ্রদীপিকা,*** চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০১৫।

পঞ্চম অধ্যায়

গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা অবলম্বনে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন

মধুসূদন সরস্বতী কৃত *গূঢ়ার্থদীপিকাতে* তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে,

''লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্মযোগেন যোগীনাম।''[১]

অর্থাৎ ভগবান এইস্থলে বলিয়াছেন যে, দ্বিবিধ লোকের জন্য দ্বিবিধ নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। এইস্থলে কোনোপ্রকারেই একাধিকারিকত্বের আশঙ্কা থাকিতে পারে না,

উক্ত অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে শ্রীভগবান নিশ্চিত করাইতেছেন যে, কর্ম আরম্ভ না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্যরূপ যে জ্ঞান তাহা লাভ করিতে পারে না, কর্মই নৈষ্কর্ম্যের জন্য উপযোগী করিয়া থাকে। কর্মসন্ন্যাস হইলেই মোক্ষ লাভ হইয়া যায় না। চিত্তশুদ্ধি না থাকিলে শুধু কর্মত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না, বরং চিত্তশুদ্ধ হইলে নৈষ্কর্ম্য উৎপন্ন হয়। এই স্থলে বিশেষ হইল, এই শুদ্ধচিত্তের জন্যই সাংখ্য জ্ঞান এবং ইহার নিম্নাধিকারে বুদ্ধিযোগ বা বুদ্ধিযুক্ত কর্মই প্রশস্ত। কর্ম না করিলে কখনও ঐপ্রকার নৈষ্কর্ম্য লাভ হইতে পারে না। যতক্ষণ কর্মাধিকার বিদ্যমান ততক্ষণ কর্ম করিতে হইবে। তদনন্তর এই প্রকার কর্ম হইতেই ক্রমশঃ শ্রেয়োলাভ হইবে। চিত্তশুদ্ধি বিনা কেবল সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই তাহা হইতে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধি সম্যকরূপে অর্থাৎ ফলপর্য্যবসায়িরূপে অধিগত হইতে পারে না। এইস্থলে অভিপ্রায় হইল – যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, বৈরাগ্য পরিপক্ক হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তি যদি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইতে তাহার জ্ঞান নিষ্ঠারূপ সিদ্ধি হইতে পারে না।
এইস্থলে বিশেষ হইল,যদি এইরূপআপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে যে, আত্মব্যক্তির অভ্যুদয়ের নিমিত্ত, বা নিঃশ্রেয়সের জন্য অথবা প্রত্যবায় পরিহার হেতু কর্ম করিবার আবশ্যকতা থাকিতে পারে? তদুত্তরে বলা হইয়াছে আত্মরতি ব্যক্তির কৃতকর্মের দ্বারা অভ্যুদয়রূপ কিংবা নিঃশ্রেয়সরূপ কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কারণ তিনি স্বর্গাদিরূপ অভ্যুদয় প্রার্থনা করেন না। আর নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি কর্মসাধ্যও নহে, সুতরাং তাঁহার কর্মের অপেক্ষা থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে মুণ্ডক শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, ‘পরীক্ষ্যলোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মনো

নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন'[২] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি কর্মোপার্জিত বিষয় সকল পরীক্ষা করিয়া নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কৃত অর্থাৎ কর্মের দ্বারা অকৃত মোক্ষ সম্ভব নহে। এইস্থলে উল্লেখ্য যে, অকৃত অর্থাৎ নিত্য মোক্ষ কৃত কর্মের দ্বারা সম্ভব নহে। কাজেই এইস্থলে বিশেষ হইল মোক্ষ যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় তাহাও নহে। কারণ নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ আত্মস্বরূপ এবং তাহা নিত্য প্রাপ্ত, তদ্বিষয়ে যে অজ্ঞান তাহাই তাহার অপ্রাপ্তি। আর সেই অজ্ঞান কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অপনোদিত হইয়া থাকে।

এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে *গূঢ়ার্থদীপিকা* অবলম্বনে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন পূর্বক মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপিত হইবে।

টীকা

১। মধুসূদন সরস্বতী, ***গূঢ়ার্থদীপিকাটীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদগীতা,***নবভারত সংস্করণ, নবভারত পাবলিশার্স , কলকাতা,১৩৯৩,পৃষ্ঠা-২৯১।

২।***উপনিষদগ্রন্থাবলী,***প্রথমভাগ, ঈশ,কেন,কঠ প্রভৃতি নয়খানি, উপনিষদ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), চতুর্থ প্রকাশ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৩।পৃষ্ঠা -২০৬।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায়ামৃত অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত খণ্ডন

মধ্বাচার্য *ব্রহ্মসূত্রের* উপরে যে ভাষ্য রচনা করেন সেই ভাষ্য দ্বৈতভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। মধ্বাচার্যের ভাষ্য অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে আচার্য জয়তীর্থ, আচার্য ব্যসতীর্থ, রামাচার্য, শ্রীনিবাসাচার্য প্রমুখ মাধ্ব আচার্যগণ অদ্বৈতগ্রন্থ সমূহকে সুতীক্ষ্ণভাবে খণ্ডন করেন। এইকারণে পরবর্তীকালে মাধ্বগ্রন্থসমূহই অদ্বৈতবেদান্তে প্রভাব পূর্বপক্ষ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

নব্য বৈদান্তিকগণের নিকট মাধ্ব পক্ষই প্রধান পূর্বপক্ষরূপে বিবেচিত হইত।।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে মাধ্ব আচার্য ব্যসতীর্থ বিরচিত *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থ অবলম্বনে মুক্তি বিষয়ে অদ্বৈত মতের বিরুদ্ধে যে মাধ্বসম্প্রদায়ের আপত্তিসমূহ বিস্তৃতরূপে উপস্থাপিত হইবে। বর্তমান গবেষণানিবন্ধের শেষ অধ্যায়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনেএইসমস্ত মাধ্ব আপত্তি খণ্ডন করা হইবে।

আচার্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মোক্ষ বিষয়ে তাঁহার আপত্তিসমূহ উপস্থাপন করিয়াছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রকরণ অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গ প্রকরণের আরম্ভে *ন্যায়ামৃতকার* অদ্বৈতবেদান্তীকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, অদ্বৈত বেদান্তী যে অবিদ্যার নিবৃত্তি বা অবিদ্যার অস্তময়কে মোক্ষস্বরূপ বলিয়া থাকেন তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, ইহাতে *ন্যায়ামৃতকার* অদ্বৈতীকে প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, যে অবিদ্যানিবৃত্তিকে অদ্বৈতী মোক্ষরূপে স্বীকার করেন সেই অবিদ্যানিবৃত্তির স্বরূপ কীপ্রকার? উহা কি আত্মমাত্র? অথবা উহা অনাত্মস্বরূপ?

এইরূপ বিকল্প উপস্থাপন পূর্বক *ন্যায়ামৃতকার* প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই উভয় বিকল্পের মধ্যে কোনওটিই অদ্বৈতী অভিপ্রেত হইতে পারে না। অবিদ্যানিবৃত্তি যদি আত্মমাত্র হয়, তাহা হইলে আত্মানিত্য হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষসাধ্য পদার্থ হইবে না। কারণ কোনো নিত্য পদার্থই উৎপন্ন বা সাধ্যপদার্থ হইতে পারে না। যদি অবিদ্যানিবৃত্তিসাধ্য পদার্থ না হয় তাহা হইলে উহার সাধনের উপদেশ নিরর্থকই হইবে। অতএব মোক্ষ যদি সাধ্য পদার্থই না হয়, তাহা হইলে উহার উপদেশের নিমিত্ত উহার সাধনের উপদেশ ব্যর্থই হইবে।

অপরপক্ষে যদি অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মভিন্ন বলা হয় বা অনাত্মরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে ঐরূপ অবিদ্যানিবৃত্তি সৎ পদার্থ? অথবা মিথ্যা পদার্থ? যদি অবিদ্যানিবৃত্তিকে পারমার্থিকসৎ পদার্থ বলা হয়, তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে এবং অদ্বৈতহানি অনিবার্য হইবে।

অপরপক্ষে অবিদ্যানিবৃত্তিকে মিথ্যা বলা হইলে উহাকে হয় অবিদ্যাস্বরূপ বলিতে হইবে অথবা অবিদ্যার কার্য বলিতে হইবে। উভয়তঃই এই অবিদ্যানিবৃত্তি অনিত্যই হইবে। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যদি বিনাশশীল পদার্থ হয়, তাহা হইলে মোক্ষ নস্যৎ পদার্থ হইবে, এবং মোক্ষের নাশ হইলে মুক্তজীবের পুনরায় বন্ধন স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে 'ন চ পুনরাবর্ততে' এইরূপ শ্রুতি অনুসরণ করিয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ মোক্ষের অবিনশ্বরত্ব স্থাপন করেন এবং প্রতিপাদন করেন যে মোক্ষাবস্থা হইতে কেহ পুনরাবর্তন করেন না সেই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে।

এইরূপ শঙ্কা উত্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃতকার* অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গপ্রকরণের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন ''ননু এব তদযুক্তম্ অবিদ্যানিবৃত্তির্হিমোক্ষঃ। জ্ঞানং চ অবিদ্যাং দীপ ইব অন্ধকারং প্রসাদনিরপেক্ষমেব নিবর্তয়তি। স্যাদেতদ্ অবিদ্যানিবৃত্তেরাত্মমাত্রত্বে ন সাধ্যত্বম্। অনাত্মত্বে তু সত্ত্বেহদ্বৈতহানিঃ। অনির্বাচয়ত্বেহবিদ্যাতৎকার্যযোরন্যতরত্বং স্যাৎ।''[১] কেহ বলিতে পারেন, বৃত্তিবিশিষ্ট আত্মাই অজ্ঞাননিবৃত্তিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে *ন্যায়ামৃতকার* আপত্তি করিতেছেন যে বৃত্তিবিশিষ্ট আত্মচৈতন্যকে অজ্ঞাননিবৃত্তিস্বরূপ বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে বৃত্তির নিবৃত্তিতে অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মোক্ষেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। যেহেতু বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত যে আত্মচৈতন্য তাহাকেই অজ্ঞানহানি বা অজ্ঞাননিবৃত্তি বলা হইয়াছে। যদি ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেন যে, উপলক্ষণ নিবৃত্তি হইলেও মুক্তির নিবৃত্তি হয় না। যেমন পাকক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেও পাচকের নিবৃত্তি হয় না।

এইরূপ মত উপস্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃতকার* একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ''নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।

উপলক্ষণহানেপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ।''ইতি।।[২]

অর্থাৎ আত্মাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি। কিন্তু শুদ্ধআত্মচৈতন্য অজ্ঞানের নিবৃত্তিস্বরূপ নহে, জ্ঞানের দ্বারা উপলক্ষিত হইলে তবেই আত্মচৈতন্য মোহের বা অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। ইহাতে যদি আপত্তি হয় যে, উপলক্ষণের হানি হইলে মুক্তিও বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

ইহারই উত্তরে উক্ত সন্দর্ভের দ্বিতীয়ার্থে বলা হইয়াছে 'উপলক্ষণহানেমুক্তিঃ পাচকাদিবৎ' অর্থাৎ উপলক্ষণ বিনষ্ট হইলে ও মুক্তির কিন্তু বিনাশ হয় না। যেমন পাচকের উপলক্ষণ পাকক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেও পাচকের নিবৃত্তি হয় না।

বস্তুতঃপক্ষে এইস্থলে *ন্যায়ামৃতকার* প্রশ্ন করিতেছেন যে, যখন কোনও ব্যক্তিকে পাচক বলা হয় তখন সেই পাচকত্বধর্ম প্রকৃতপক্ষে কী? তাহা কি পাককর্তৃত্ব অথবা পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব অথবা পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বরূপপাককর্তৃত্বযোগ্যত্ব? যদি বলা হয় পাচকত্ব পাককর্তৃত্বমাত্র তাহা হইলে বলিতে হইবে দেবদত্তরূপ পাচক যখন পাক করেন না, তখন তাহাতে পাচক পদের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নহে। অবশিষ্ট দুইটি ধর্ম পাকক্রিয়া বিনষ্ট হইলেও দেবদত্তে থাকিয়া যায়। কিন্তু মুক্তির পর আত্মাতে অতিরিক্ত কোনো যোগ্যত্বাদি ধর্ম থাকে না। চৈতন্যমাত্রই মুক্তিতে অদ্বৈতমতে অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু চৈতন্যমাত্র যে অখণ্ডাকারাবৃত্তির দ্বারা জীবন্মুক্তি উৎপন্ন হয় সেই অখণ্ডাকারাবৃত্তির পূর্বে ও চৈতন্যমাত্র থাকে। তাহা হইলে অখণ্ডাকারাবৃত্তির পূর্বেই মুক্তি থাকে না কেন? সুতরাং মোক্ষে অসাধ্যতা প্রসঙ্গে প্রসক্তি হইল। অর্থাৎ মুক্তিকে অসাধ্যই বলিতে হইবে। আর পাকোপলক্ষিত যে ব্যক্তি তিনিই পাচক এইরূপে পাকোপলক্ষিতত্বতূল্যবৃত্তি উপলক্ষিতত্বরূপ ধর্ম যদি মোক্ষাবস্থায় স্বীকার করা হয় তাহা হইলে মোক্ষাবস্থাকেও সবিশেষ বলিতে হইবে। উহাকে নির্বিশেষ বলা যাইবে না। *ন্যায়ামৃতকার* এইস্থলে এইরূপ আপত্তি উপস্থাপন করিতে বলিলেন,

"নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।

উপলক্ষণহানেপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ।" ইতি।।[৩]

এইরূপে এইপ্রকরণে *ন্যায়ামৃতকার* বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অদ্বৈতবেদান্তী অনর্থহেতু অবিদ্যার প্রহাণবানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ উপপাদন করিতে পারেন না।

ন্যায়ামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম প্রকরণে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যে উপপাদন করা যায় না, ইহা প্রতিপাদন করিবার পর দ্বিতীয় প্রকরণে *ন্যায়ামৃতকার* প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অদ্বৈতমতানুসারে অবিদ্যার নিবর্তকও নিরূপণ করা যায় না। অদ্বৈতবেদান্তী বলিয়া থাকেন যে, শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য অবিদ্যার সাধক হওয়ায় উহা অবিদ্যার নিবর্তক হইতে পারে না। ব্রহ্মবিষয়ক বেদান্তশ্রবণাদির ফলে যে অখণ্ডাকারা অপরোক্ষবৃত্তি তাহাই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। ইহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃতকার* বলিয়া থাকেন,

এইরূপ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে, *ন্যায়ামৃতকার* ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিতেছেন যে, স্বপ্রকাশ চৈতন্য যে অবিদ্যারনিবর্তক অথবা ব্রহ্মবিষয়ক বা ব্রহ্মাকার অপরোক্ষবৃত্তিই অবিদ্যার নিবর্তক। ইহাদের মধ্যে প্রথম পক্ষ যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ অবিদ্যাকালেও অর্থাৎ বন্ধকালেও অবিদ্যা থাকে, সেইকালে স্বপ্রকাশ চৈতন্য থাকে। সুতরাং স্বপ্রকাশচৈতন্যের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, ইহা অদ্বৈতী বলিতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ অখণ্ডাকারা অপরোক্ষ ব্রহ্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অদ্বৈতী অবিদ্যার নিবর্তক বলিয়া থাকেন, উহা অনাত্মা হওয়ায় অসত্যই কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তিরূপমোক্ষ আত্মস্বরূপই হওয়ায় উহাকে অদ্বৈতী সত্যই বলিয়া থাকেন। অসত্যবৃত্তিসত্য মোক্ষের সাধক হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, বৃত্তি অনাত্মস্বরূপ হওয়ায় বৃত্তি স্বয়ং অজ্ঞানেরই কার্য। যাহা অজ্ঞানের কার্য, তাহা অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন, যে, অন্তঃকরণবৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক বা বিরোধী হইয়া থাকে। কারণ যাহা সাক্ষাৎ ভাবে চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই সুখাদিতে অজ্ঞান দৃষ্টই হয় না। কিন্তু সিদ্ধান্তী যদি অন্তঃকরণবৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি প্রতিপাদনের প্রয়াস করেন তাহা হইলে ন্যায়ামৃতকার বলিবেন যে, রাগ ও দ্বেষের মধ্যে যেরূপ জাতিগত বিরোধ থাকে সেইরূপ বৃত্তি ও অজ্ঞানের মধ্যে জাতিগত বিরোধ স্বীকার করা যায় না। কারণ রাগের দ্বারা নিবর্ত্য দ্বেষ সত্যপদার্থ কিন্তু বৃত্তির দ্বারা নিবর্ত্য যে অজ্ঞান উহাকে অদ্বৈতী সত্য বলেন না। *ন্যায়ামৃতকারের* মূল আপত্তি অধ্যাপনের নিমিত্ত বলিয়াছেন "যচ্চ উচ্চতে ব্রহ্মরূপায়াঃ স্বপ্রকাশচিতোহজ্ঞানসাধকত্বেন তদনিবর্তকত্বেপিতদ্বিষয়া বেদান্তশ্রবণাদিজন্যাহপরোক্ষ বৃত্তিনিবর্তিকেতি, তন্ন অসত্যাৎ সত্যসিদ্ধের্নিরস্তত্বেনাসত্যয়া বৃত্ত্যা সত্যায়া নিবৃত্তেসিদ্ধেঃ।"[৪]

শুধু তাহাই নহে, যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে, শুক্তাদিজ্ঞান যেরূপ শুক্তি ইত্যাদি অর্থকে প্রকাশ করিয়া শুক্ত্যাদিবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে, তাহা হইলে *ন্যায়ামৃতকার* বলিবেন, যে শুক্ত্যাদিজ্ঞান শুক্ত্যাদি অর্থের প্রকাশ করিয়াই যদি শুক্ত্যাদি বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃপক্ষে চৈতন্যই তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে। কারণ চৈতন্যই অর্থের প্রকাশক হয়। বৃত্তিই অচেতন হওয়ায় বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্য অর্থকে অধিকরূপে প্রকাশ করিবে ইহা অদ্বৈতবেদান্তী বলিতেই পারেন না। সুতরাং শুদ্ধ চৈতন্য অজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না। বৃত্তিতে সমারূঢ় হইলে চৈতন্য অজ্ঞানের প্রকাশক হইয়া থাকে এইরূপ বক্তব্য গ্রহণযোগ্যই হইতে পারে না। তাৎপর্য এই যে যদি অর্থপ্রকাশরূপজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, তাহা হইলে চৈতন্যেরই অজ্ঞানের নিবর্তকত্ব

উপপন্ন হয়। শুদ্ধচৈতন্যকে তাহা হইলে অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে হইবে। বৃত্তিতে সমারূঢ় হইলে চৈতন্য অধিকরূপে অর্থ প্রকাশিকা হয়, ইহা অদ্বৈতী বলিতে পারেন না। কারণ বৃত্তি জড়াত্মক বা অচেতন পদার্থ। তাহাতে সমারূঢ় চৈতন্য কিরূপে অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে? এইরূপে এইপ্রকরণে *ন্যায়ামৃতকার* অন্য বহু যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন অদ্বৈতী কোনও জ্ঞানকে শুদ্ধচৈতন্যরূপ শুদ্ধজ্ঞান অথবা বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যরূপ বৃত্তিজ্ঞান, এইরূপ কোনও জ্ঞানকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে পারেন না। সুতরাং অদ্বৈতমতে অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যেরূপ অনুপপন্ন, অজ্ঞানের নিবর্তকও সর্বথা অনুপপন্ন।

অনন্তর *ন্যায়ামৃতের* চতুর্থ পরিচ্ছেদে ন্যায়ামৃতকার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অদ্বৈত বেদান্তী যে বলিয়া থাকেন, মুক্তি দুঃখনিবৃত্তিমাত্র নহে, কিন্তু নিরতিশয় আনন্দের স্ফূরক সেই সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত নহে।

এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন যে আত্মার সুখরূপতাকে পুরুষার্থ বলা যায় না। কারণ পুরুষের ইহাই অভিলাষ হইয়া থাকে যে, 'আমি সুখী হইব'। কিন্তু 'আমি সুখ স্বরূপ হইব' এইরূপ অভিলাষ পুরুষের কদাপি হয়-না। পুরুষের ইচ্ছাই পুরুষার্থের নিয়ামক হইয়া থাকে। যেরূপে কোনও পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়, সেইরূপেই তাহা পুরুষের ইচ্ছারও বিষয় হয় এবং সেইরূপেই ঐসকল পদার্থ পুরুষের পুরুষার্থ হইয়া থাকে। এইরূপে পুরুষার্থতা ইচ্ছার বিষয়তারূপ অবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অন্যথা বৌদ্ধমতসিদ্ধ আত্মনাশাদিকেই পুরুষার্থ স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মনাশাদিকে পুরুষার্থরূপে কদাপি স্বীকার করা যায় না। কারণ আত্মনাশাদি ইচ্ছার বিষয়ই হয় না। এইকারণেই আত্মনাশাদি পুরুষার্থ হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তি উপস্থাপন করিতে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন,

"উক্তং হি তস্মাদ্ অবিদ্যাস্তময়ো নিত্যানন্দপ্রতীতিতঃ।

নিঃশেষদুঃখোচ্ছেদাৎ চ পুরুষার্থঃ পরমো মতঃ।"[৫]

যদি ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলেন, নিরতিশয় আনন্দের স্ফুরণ স্বতঃই পুরুষার্থ, পুরুষার্থ মিথ্যার অনিয়ম্য, তাহা হইলে বৌদ্ধসম্মত আত্মনাশাদিকেও পুরুষার্থ বলিতে হইবে। এইরূপে এইপ্রকরণেও বিভিন্ন বিকল্প উপস্থাপন পূর্বক সমস্ত বিকল্প খণ্ডন করিয়া ন্যায়ামৃতকার প্রতিপাদন করিলেন যে, নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের স্ফুরণ পুরুষার্থরূপে উপপন্ন হইতে পারে না। বর্তমান অধ্যায়ে এইপ্রকরণও সংক্ষেপে বিচারিত হইবে।

অনন্তর *ন্যায়ামৃতের* চতুর্থ পরিচ্ছেদে নির্বিশেষ সুখত্বপুরুষার্থভঙ্গশীর্ষক চতুর্থ প্রকরণে *ন্যায়ামৃতকার* প্রশ্ন করিতেছেন যে, মোক্ষ কাহার পুরুষার্থ? অহমার্থের? অথবা চিন্মাত্রের? ইহাদের মধ্যে প্রথম বিকল্প স্বীকার করাই যায় না। কারণ অদ্বৈতী অহমর্থরূপ বিশিষ্ট অর্থের মোক্ষের সহিত সম্বন্ধই স্বীকার করেন না। চিন্মাত্রেরই মুক্তি স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, 'চিন্মাত্রের মুক্তি হউক? মুমুক্ষু ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছাই হইয়া থাকে। কিন্তু মুমুক্ষুব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা কদাপি দৃষ্ট হয় না। পরন্তু 'অহম্ মুক্তঃ স্যাম্' অর্থাৎ 'আমি মুক্ত হইব' এইরূপ ইচ্ছাই হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, *ন্যায়ামৃতকার* আপত্তি করিয়াছেন যে সুখ এবং প্রকাশ ইহারা উভয়ই ভিন্ন পদার্থ। আত্মা যদি কেবল সুখস্বরূপ হইত অথবা আত্মা যদি কেবল প্রকাশ স্বরূপ হইত তাহা হইলে আত্মা পুরুষার্থ হইত না। কারণ অজ্ঞাতসুখ বা অপ্রকাশিত সুখপুরুষার্থ হয় না এবং যে প্রকার সুখ হইতে ভিন্ন তাহাও পুরুষার্থ হয় না। এইস্থলে অদ্বৈতী যদি আত্মচৈতন্যকে সুখস্বরূপ বলেন তাহা হইলে আত্মার অখণ্ডরূপত্বের হানি হইবে। অর্থাৎ আত্মাকে অখণ্ডরূপ বলা যাইবে না। এইরূপে বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা *ন্যায়ামৃতকার* চতুর্থ প্রকরণে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আত্মার সুখস্বরূপতা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপতাও অদ্বৈতী উপপাদন করিতে পারেন না।

অনন্তর *ন্যায়ামৃতকার* চতুর্থ পরিচ্ছেদের পঞ্চমপ্রকরণে অদ্বৈতসম্মত জীবন্মুক্তির বিরুদ্ধে বহু আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। অদ্বৈতী বলিয়া থাকেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যে ব্যক্তির অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছে, অথচ অবিদ্যার কার্য ভূতদেহাদির প্রতিভাস হইতে থাকে সেই ব্যক্তিকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলা হইয়া থাকে। এইস্থলে *ন্যায়ামৃতকার* আপত্তি করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান যদি অবিদ্যারই নাশক হয়, তাহা হইলে অবিদ্যানাশের অনন্তর দেহাদিরও নাশ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ দেহাদির উপাদানকারণ অবিদ্যা এবং উপাদানকারণ বিনা কার্যের স্থিতি সম্ভব নহে, যদি উপাদানকারণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই উপাদানের কার্য দেহাদি কীরূপে থাকিবে? ভাবরূপ কার্য কদাপি স্বীয় উপাদানকারণ বিনা থাকিতেই পারে না। দেহাদি সমস্ত কার্যই অবিদ্যা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইকারণে অজ্ঞানের অভাবে দেহাদিও থাকিতে পারিবে না।

ন্যায়াদিসম্প্রদায় তন্তুরূপ উপাদানকারণ বিনা পটাদি কার্যের উৎপত্তি একক্ষণের জন্য স্বীকার করেন। কারণ ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতে তন্তুধ্বংসই পটধ্বংসের কারণ। কার্য এবং কারণ সমানকালে উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ প্রথমে উৎপন্ন হইয়াই কার্যকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইকারণেই নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় বলেন যে, তন্তু ধ্বংস হইবার পরক্ষণেই পটধ্বংস হয়। কিন্তু অজ্ঞানের বিনাশ হইবার পর

জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহাদি বহু বৎসর যাবৎ রহিতে পারে। কিন্তু অজ্ঞানরূপ উপাদান কারণের নাশের অনন্তর দেহাদি কীরূপে বহুকাল যাবৎ থাকিবে? ইহাতে অদ্বৈত বেদান্তী বলিয়া থাকেন অবিদ্যালেশ অনুবৃত্ত হয় বলিয়াই দেহাদির অনুবৃত্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলেও অবিদ্যালেশের নাশ হয় না এবং সেই অবিদ্যালেশবশতঃ দেহাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে *ন্যায়ামৃতকার* অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন যে, অবিদ্যালেশকে অবিদ্যার অবয়ব বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতমতে অজ্ঞানকে নিরবয়ব বলা হইয়া থাকে। যাহার অবয়বই নেই লেশকে তাহার অবয়ব বলা সম্ভব নহে, দগ্ধপটের যেরূপ ভস্মাবশেষ থাকে, সেইরূপ অবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হইলে তাহারও যে অবশেষ থাকে তাহাকেও লেশ বলা যাইতে পারে না। কারণ নিরবয়ব বস্তুর ক্ষেত্রে কোনো অবশেষ থাকিতে পারে না।

পট সাবয়ব পদার্থ হওয়ায় তাহার ধ্বংসের অনন্তর তাহার ভস্মাবশেষ থাকে, কিন্তু অবিদ্যা নিরবয়ব পদার্থ হওয়ায় তাহার নাশের পরে কোনও অবশেষ থাকিবার প্রশ্নই নাই।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী যদি বলেন যে, 'লেশ' পদের অর্থ 'অবয়ব' বা 'অবশেষ' নহে, আকারমাত্র। ইহাতে *ন্যায়ামৃতকার* পুনরায় প্রশ্ন করিবেন যে, এই আকার কীপ্রকার? ইহা কি জাতি? ইহা কি শুক্লাদিরূপ ধর্ম? অথবা ইহা সুবর্ণকুণ্ডলাদির ন্যায় অবিদ্যার কোনও বিশেষ অবস্থা? এইরূপে *ন্যায়ামৃতকার* একাধিক বিকল্প উত্থাপন পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অদ্বৈতী কোনও রূপেই অবিদ্যালেশ উপপাদন করিতে পারেন না। ফলতঃ অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তিবশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহাদির অনুবৃত্তি হয়। ইহাও অদ্বৈতী বলিতে পারিবেন না। *ন্যায়ামৃতের* চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ প্রকরণে *ন্যায়ামৃতকার* প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মুক্তিতে তারতম্য স্বীকার্য। এইরূপে *ন্যায়ামৃতকার* তাঁহার গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে অদ্বৈতসম্মত মোক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সমস্ত আপত্তি বর্তমান গবেষণানিবন্ধের এই অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

টীকা

১। ব্যাসতীর্থ, ***ন্যায়ামৃত,*** মধুসুদনসরস্বতী, ***অদ্বৈতসিদ্ধিঃ,*** স্বামীযোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ, অনুঃ) ***ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধী*** (২য় ভাগ), চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০১৪, পৃষ্ঠা -১২৮০।

২। তদেব,পৃষ্ঠা-১২৮১।

৩। তদেব,পৃষ্ঠা-১২৮১।

৪। তদেব,পৃষ্ঠা-১২৮৭।

৫। তদেব,পৃষ্ঠা-১২৯১।

সপ্তম অধ্যায়

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত স্থাপন

অদ্বৈতসিদ্ধির চতুর্থ পরিচ্ছেদে *ন্যায়ামৃতকার* অদ্বৈতসম্মত যুক্তি বিষয়ে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন সেই সকল আপত্তি খণ্ডন পূর্বক অদ্বৈত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। বর্তমান গবেষণানিবন্ধের শেষ তথা সপ্তম অধ্যায়ে অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে *ন্যায়ামৃতকারের* আপত্তিসমূহ খণ্ডন করা হইবে।

অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গপ্রকরণে *ন্যায়ামৃতকার* প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, অবিদ্যানিবৃত্তিকে অদ্বৈতী মোক্ষ বলিতে পারেন না। *ন্যায়ামৃতকার* আপত্তি করিয়াছিলেন যে, অবিদ্যানিবৃত্তি বা অনর্থহেতুপ্রহাণকে অদ্বৈতবেদান্তী মুক্তি বলিয়া থাকেন সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি কি আত্মরূপ অথবা উহা যদি আত্মা হইতে ভিন্ন হয় তাহা কি সত্য অথবা মিথ্যা? *ন্যায়ামৃতকার* প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, পূর্বোক্ত কোনো বিকল্প অবলম্বনে অদ্বৈতবেদান্তী অবিদ্যার নিবৃত্তি উপপাদন করিতে পারেন না। *ন্যায়ামৃতকারের* এই আপত্তি পূর্বাধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

ঐরূপ আপত্তির সমাধান করিতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন "ননু মুক্তিস্তাবদবিদ্যানিবৃত্তেন সম্ভবতি। তথা হি- সা কিমাত্মরূপা? তদ্ভিন্না বা? নাদ্যঃ অসাধ্যত্বাপত্তেঃ দ্বিতীয়েঽপি কিং সতী? মিথ্যা বা? আদ্যে অদ্বৈতহানিঃ, দ্বিতীয়ে অবিদ্যাতৎকার্যান্যতরত্বাপত্তিরিতি চেৎ ন চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিতস্যাত্মনোঽজ্ঞানহানিরূপত্বাৎ।"[১] এইস্থলে 'ননু হইতে অবিদ্যাতৎকার্যঅন্যতরত্বাপত্তিরিতিচেৎ' এই অংশে অদ্বৈতসিদ্ধিকার ন্যায়ামৃতকারের আপত্তি অনুবাদ করিয়াছেন এবং 'চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিতস্যাত্মনোঽজ্ঞানহানিরূপত্বাৎ।' এই অংশে অদ্বৈতপক্ষে ঐ সকল আপত্তির সমাধান উপস্থাপন করিয়াছেন। অদ্বৈতসিদ্ধিকারের মতে অন্তিম অখণ্ডাকারবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ, অখণ্ডাকারবৃত্তির উপলক্ষণ কৃতিসাধ্য হওয়ায় মুক্তিও সাধ্যপদার্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলে উপলক্ষিত পদার্থেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে ইহা বলা যায় না। কারণ পাকরূপ উপলক্ষণ নিবৃত্ত হইলেও পাচকের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। এইস্থলে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন,

"নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।

উপলক্ষণহানেপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ।" ইতি।।[২]

এইস্থলে অদ্বৈতসিদ্ধিকার চিৎসুখাচার্যের এই শ্লোক উদ্ধার করিলেন। শুক্তিরজতস্থলে যেরূপ শুক্তির জ্ঞান হইলে মিথ্যা রজতের মিথ্যার প্রতিভাস নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইকারণে জ্ঞাত শুক্তিকে রজতনিবৃত্তিস্বরূপ বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানত্ব উপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে এবং জ্ঞানত্বরূপ মোক্ষের নিবৃত্তি হয় না। যথা – পাকাদিক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেও পাচকের নিবৃত্তি হয় না।

ইহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃতকার* পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে, পাকাদিরূপ উপলক্ষণের পূর্বেও পাচক সৎই হইয়া থাকেন। তাহা হইলে বৃত্তি বা জ্ঞানরূপ উপলক্ষণের পূর্বেও অজ্ঞান নিবৃত্তিকে সৎ বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে অজ্ঞানই থাকে। অজ্ঞানের নিবৃত্তি থাকে না।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন অসিদ্ধ পদার্থ কদাপি উপলক্ষণ হইতে পারে না। পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলেই দেবদত্তকে পাচক বলা যাইতে পারে। পাকক্রিয়ার পূর্বে দেবদত্তকে পাচক বলা যায় না। অতএব বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে অজ্ঞানাবস্থাই থাকে। অজ্ঞানের নিবৃত্তির কোন প্রসঙ্গই অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে থাকিতে পারে না। অনন্তর ন্যায়ামৃতকার অদ্বৈতীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে পাচকত্ব বলিতে অদ্বৈতী কি বুঝিয়া থাকেন? পাককর্তৃত্ব অথবা পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নত্ব? অথবা পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বরূপপাককর্তৃত্বযোগ্যত্ব? এইরূপে তিনটি বিকল্প উপস্থাপনপূর্বক ন্যায়ামৃতকার সকল বিকল্পই খণ্ডনপূর্বক প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে অদ্বৈতী কোনোরূপে পাচকের পাচকত্বই উপপাদন করিতে পারেন না।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন যে, ঘটজন্য হওয়ায় যেরূপ ঘটাকাশজন্য হয় সেইরূপ উপলক্ষ্য পদার্থ অসাধ্য হইলেও উপলক্ষণগত সাধ্যতার দ্বারা উপলক্ষিত মোক্ষসাধ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবিদ্যানিবৃত্তির অর্থ বস্তুতঃপক্ষে অবিদ্যাবিরোধী বৃত্তি। এইরূপে ন্যায়ামৃতকার অবিদ্যারনিবৃত্তি বিষয়ে যে সকল আপত্তি অবিদ্যানিবৃত্তি ভঙ্গ প্রকরণে উপস্থাপন করিয়াছিলেন অবিদ্যানিবৃত্তিনিরূপণপ্রকরণে অদ্বৈতসিদ্ধিকার সেই সকল আপত্তিরই সমাধান করিয়াছেন। বর্তমান অধ্যায় অদ্বৈতসিদ্ধি এবং তাহার টীকাসমূহ অনুসরণপূর্বক অবিদ্যানিবৃত্তি বিষয়ে মাধ্বসম্প্রদায়ের আপত্তিসমূহের নিরসন করা হইবে।

অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গপ্রকরণের অনন্তর অবিদ্যানিবর্তকভঙ্গপ্রকরণে *ন্যায়ামৃতকার* প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতী অবিদ্যার নিবর্তক জ্ঞান ও উপপাদন করিতে পারেন

না। ন্যায়ামৃতকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন ব্রহ্ম চৈতন্যরূপ স্বপ্রকাশ শুদ্ধজ্ঞান অজ্ঞানের সাধক হওয়ায় উহা অজ্ঞানের নিবর্তক বেদান্তশ্রবণাদিজন্য অখণ্ডাকারাবৃত্তিকে অজ্ঞানের নিবর্তিকা বলিয়া থাকেন, কিন্তু *ন্যায়ামৃতকার* প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে অখণ্ডাকারা ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষবৃত্তিকেও অজ্ঞানের নিবর্তিকা বলা যায় না। কারণ বৃত্তি ব্রহ্মচৈতন্যের ন্যায় সৎ পদার্থ না হওয়ায় অসতের দ্বারা সতের নিবৃত্তি নিতান্তই অসিদ্ধ।

ন্যায়ামৃতকারের এই সকল আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত উদ্‌ঘাটন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন যে, অদ্বৈতী কদাপি কেবল বৃত্তিকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলেন না। চৈতন্যপ্রতিবিম্বধারিণী বৃত্তিকেই অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হইয়া থাকে। বৃত্তি অসত্য হইলেও উহার সত্যভূত অজ্ঞান নিবৃত্তির উৎপাদক হইয়া থাকে। যেরূপ অভাবও কোনও কোনও স্থলে ভাবের জনক হয়।

ন্যায়ামৃতকার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে, বৃত্তি বস্তুতঃপক্ষে অজ্ঞানের বিরোধী নহে, চৈতন্যরূপ জ্ঞানই অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে।

ইহার উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন যে তাহারা চৈতন্যের সহিত অসংশ্লিষ্ট কেবল বৃত্তিতে অজ্ঞানের বিরোধীতা স্বীকার করেন নাই। বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়াছেন। বৃত্তিতে চৈতন্য যদি প্রতিবিম্বিত না হয়, সেই কেবল বৃত্তি জড় পদার্থই হইয়া থাকে, সেই জড় বৃত্তির দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব নহে। ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন যে রাগ ও দ্বেষের মধ্যে যেরূপ জাতিগত বিরোধ আছে, অখণ্ডাকারাবৃত্তি এবং অজ্ঞানের মধ্যে সেইরূপ বিরোধ স্বীকার করা হইলে অজ্ঞানের সত্যতাপত্তি হইবে। তাহার বিরুদ্ধে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে যেরূপ রজতভ্রমের নিবৃত্তি হয় সেইরূপই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকেও ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হইয়া থাকে। শুক্তিসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে রজত নিবৃত্ত হইয়া থাকে সেই রজতের যেমন সত্যতাপত্তি হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেই অজ্ঞানেরও সত্যতাপত্তি হইবার কোনও প্রসঙ্গই নাই।

ঘটাদি বৃত্তি ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বিষয় করিয়া থাকে, অপরপক্ষে অখণ্ডাকারা চরমবৃত্তি অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বিষয় করিয়া থাকে, ইহাতে *ন্যায়ামৃতকার* প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, উক্ত অখণ্ডাকারা বৃত্তিনাশক কে হইবে? তাহার উত্তরে অদ্বৈতী বলিয়াছিলেন যে উহা অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেও নিবৃত্ত হইয়া যায়।

ইহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃতকার* বলিয়াছিলেন যে, বৃত্তিকে যদি নিজেরও নিবর্তক বলা হয়, তাহা হইলে বৃত্তির কৃতি অসম্ভব হইয়া যাইবে এবং অজ্ঞানকার্য বৃত্তিতে কদাপি বৃত্তির উপাদানভূত অজ্ঞানের নিবর্তকত্ব দৃষ্ট হয় না।

ইহার বিরুদ্ধে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন যে, প্রমাণের বলে যে পদার্থ সিদ্ধ হয়, দৃষ্টান্ত এর বলে তাহার সমর্থন নিষ্প্রোয়োজন বা যে পদার্থ প্রমাণের বলে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দৃষ্টান্তকে অপেক্ষা করে না, 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ'[২] এইশ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, বৃত্তির উপাদানকারণ অবিদ্যাই, অপরপক্ষে 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ' এই শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, আত্ম সাক্ষাৎকার রূপ অখণ্ডাকারাবৃত্তিই উপাদানকারণীভূত অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হয়। অখণ্ডাকারাবৃত্তি যে স্বীয় উপাদানকারণ অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, এই বিষয়ে মুন্ডক উপনিষদেও বলা হইয়াছে 'সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য'[৩] এইরূপে *ন্যায়ামৃতে* উত্থাপিত সমস্ত আপত্তি খন্ডন পূর্বক অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অখণ্ডাকারা বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক। বর্তমান অধ্যায়ে অদ্বৈতসিদ্ধিকার অজ্ঞাননিবর্তকত্বপ্রকরণে যে সকল যুক্তির দ্বারা অখণ্ডাকারা বৃত্তিতে উপারূঢ় চৈতন্যের অবিদ্যার নিবর্তকত্ব সাধন করিয়াছেন সেইসকল যুক্তি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে।

অনন্তর মুক্তের আনন্দরূপত্বেন পুরুষার্থত্বভঙ্গপ্রকরণে মুক্তির আনন্দস্বরূপতা এবং পুরুষার্থতা বিষয়ে *ন্যায়ামৃতকার* যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন *অদ্বৈতসিদ্ধির* আনন্দরূপত্বেন পুরুষার্থত্বনিরূপণ প্রকরণে সেই সকল আপত্তি খন্ডিত হইবে এবং অদ্বৈত মতে মোক্ষই যে আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়াই পুরুষার্থ তাহাও উপপাদন করা হইবে।

অনন্তর *অদ্বৈতসিদ্ধির* চিন্মাত্রস্যমোক্ষভাগিত্বনিরূপণ প্রকরণ অবলম্বনে যে অহমার্থের ঘটক চৈতন্যাংশকে মুমুক্ষু পুরুষরূপে অদ্বৈতবেদান্তে স্বীকার করা হইয়া থাকে এই অহমার্থের ঘটক চৈতন্যাংশ মোক্ষকালান্বয়ী হওয়ায় মোক্ষ ইহারই পুরুষার্থ। মোক্ষ স্বরূপ যে সুখতাহাদুঃখ ভাব হইতে অতিরিক্ত আত্মস্বরূপ হওয়ায় ইহাতে অপুরুষার্থের আপত্তি হয় না। কারণ ইহা আনন্দস্বরূপ হওয়ায় পুরুষের অভীষ্টই হইয়া থাকে। এইরূপে চিন্মাত্রস্য মোক্ষভাগিত্বনিরূপণপ্রকরণ অবলম্বনে অদ্বৈতসিদ্ধিকার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, স্বপ্রকাশচৈতন্যের সহিত অভিন্ন সুখই পুরুষার্থ।

অনন্তর চতুর্থ পরিচ্ছেদে জীবন্মুক্তি উপপত্তিপ্রকরণ অবলম্বনে জীবন্মুক্তির বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃতকার* যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন সেইসকল আপত্তিরই খণ্ডন করা হইবে।

এইপ্রকরণে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আকারকে অবিদ্যালেশ পদের অর্থ বলা হইয়া থাকে এবং এই অবিদ্যালেশ অনুবৃত্তিবশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহাদির অনুবৃত্তি হয়। 'ইন্দ্রো মায়াভি পুরুরূপ ঈয়তে' এইরূপ শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে অবিদ্যার অনেক আকার সম্ভব। আকারী নিবৃত্ত হইলেও আকারের অনুবৃত্তি সম্ভব। যেরূপ ব্যক্তির নিবৃত্তি হইলেও জাতির অনুবৃত্তি ন্যায়াদিসম্প্রদায় স্বীকার করিয়া থাকেন। *ন্যায়ামৃতকার* জীবন্মুক্তিভঙ্গপ্রকরণে যে সমস্ত আপত্তি করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন যে, অবিদ্যাতে বহু শক্তি বিদ্যমান এই সমস্ত শক্তির সহায়তায় অবিদ্যা অপারমার্থিক জগৎ নির্মাণ করিয়া থাকে এবং অর্থক্রিয়াসামর্থ্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান যে কালে উৎপন্ন হয় সেইকালে প্রারব্ধ কর্ম ফলোন্মুখ থাকে, তত্ত্বজ্ঞানের নিবৃত্তি হইবার পরেও জগৎ বিষয়ক অপরোক্ষ প্রতিভাসের যে কল্পকশক্তি তাহা অবিদ্যাতে থাকে এবং ঐ কল্পকশক্তি আন্তেভূত অবিদ্যাতেও থাকে। সুতরাং আন্তেভূতঅবিদ্যার অনুবৃত্তি থাকায় *ন্যায়ামৃতকার* যে সকল দোষ উত্থাপন করিয়াছেন সেইসকল আপত্তিকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না।

ইহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃতকার* আপত্তি করিতে পারেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ের অনন্তর যদি অবিদ্যার বন্ধন থাকিয়াই যায় তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষকে জীবন্মুক্ত কীরূপে বলা হয়? যাহার অবিদ্যাবন্ধন বিদ্যমান তাহার বিষয়ে মুক্ত এই পদের ব্যবহার কীরূপে হয়?

ইহার উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন যে মুক্তপুরুষের পক্ষে অবিদ্যার আবরণশক্তির বিনাশ হয়, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রারব্ধকর্মের সমাপ্তি হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা সমস্ত শক্তিবিশিষ্ট অবিদ্যার বিনাশ হয় না। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের আবরণ শক্তির বিনাশ হয় এবং অনন্তর প্রারব্ধ সমাপ্ত হইলে জ্ঞানের উন্মুলন হইয়া থাকে। *অদ্বৈতসিদ্ধির* শেষ প্রকরণে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মুক্তিতে তাঁহারা তারতম্য স্বীকার করেন না। *অদ্বৈতসিদ্ধির* মুক্ততারতম্যভঙ্গপ্রকরণ অবলম্বনে বর্তমান অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে যে, মুক্তিতে কোন প্রকার তারতম্য অদ্বৈত বেদান্তীর অভিপ্রেত নহে। এইস্থলেই বর্তমান অধ্যায় সমাপ্ত হইবে।

টীকা

১। ব্যাসতীর্থ, ***ন্যায়ামৃত,*** মধুসুদন সরস্বতী, ***অদ্বৈতসিদ্ধিঃ,*** স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ, অনুঃ) ***ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধী*** (২য় ভাগ), চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী,২০১৪,পৃষ্ঠা -১২৮১।

২।***উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী,***প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), প্রথমসংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা,২০১৮,পৃষ্ঠা -৪০৩।

৩। ***উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী,*** প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), প্রথমসংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৮,পৃষ্ঠা -২১৫।

উপসংহার

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের উপসংহারে গবেষণানিবন্ধে স্থাপিত মূল সিদ্ধান্তসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে এবং দ্বৈতবেদান্তী ও অদ্বৈতবেদান্তিগণের মধ্যে মোক্ষবিষয়ে মূল মতপার্থক্যের কারণ কী তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী

- কুমারিলভট্ট, *শ্লোকবার্তিক*, রামশাস্ত্রী তৈলঙ্গ (সম্পা.), চৌখম্বা সংস্কৃত ডিপো, সম্বন্ধাক্ষেপ পরিহারঃ, বারাণসী, ১৮৯৮ খৃঃ
- চিৎসুখাচার্য, *তত্ত্বপ্রদীপিকা*, প্রত্যক্স্বরূপ, *নয়নপ্রসাদিনী*, *তত্ত্বপ্রদীপিকা*, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পা.), চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৫
- *ছান্দোগ্যপনিষদ্*, শঙ্করাচার্য, *শাঙ্করভাষ্য*, আনন্দগিরি, টীকা, ম.ম. দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পা. অনূ.), *ছান্দোগ্যপনিষদ্*, দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ২০০২ খৃঃ
- *জাবালোপনিষদ্*, ঈশাদ্যষ্টোত্তরশতোপনিষৎ, বাসুদেব শর্মা(সম্পা.), নির্ণয়সাগর, বম্বে,১৯৩২
- *তৈত্তিরীয়সংহিতা*, অনন্তশাস্ত্রী, যজ্ঞেশ্বর শাস্ত্রী (সম্পা), স্বাধ্যায় মণ্ডল, পুণে, ১৯৫৭
- ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্তপরিভাষা*, পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পা. অনূ.), *বেদান্ত পরিভাষা*, গৌরীনাথ ভট্টাচার্য (প্রকাশিত), কাঁথি, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
- পদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, আত্মস্বরূপ *প্রবোধপরিশোধিনী*, বিজ্ঞানাত্ম, *তাৎপর্যার্থদ্যোতিনী*, প্রকাশাত্মযতি, *বিবরণ*, চিৎসুখাচার্য, *তাৎপর্যদীপিকা*, নৃসিংহাশ্রম, *ভাবপ্রকাশিকা*, এস. শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস.আর. কৃষ্ণমূর্তি (সম্পা.), *পঞ্চপাদিকা*, গর্ভণমেন্ট ওরিয়েন্টাল ম্যানাস্ক্রিপটস্ লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ খৃঃ
- পাণ্ডুরঙ্গি আনন্দভট্টারক, *ন্যায়ামৃতকন্টকোদ্ধার*, *ন্যায়ামৃত*,এর অন্তর্গত, কৃ.ত পান্ডুরঙ্গি (সম্পাঃ), তৃতীয় সম্পুট, বেংগলুরু, দ্বৈতবেদান্তধ্যয়নসংশোধন প্রতিষ্ঠানম্, ১৯৯৬
- মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি* (দ্বিতীয় ভাগ),*ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধী*র অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পা.), বারাণসীঃ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪,
- মধুসূদনসরস্বতী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা, ভূতনাথ শপ্ততীর্থ (অনূ.), নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৬ খৃঃ

- মনু, মনুসংহিতা,মেধাতিথি, সর্বজ্ঞনারায়ণ, কুল্লকভট্ট, রাঘবানন্দ, নন্দন, রামচন্দ্র, মণিরাম, গোবিন্দরাজ ও ভারুচিকৃত টীকা, জয়ন্তকৃষ্ণ হরিকৃষ্ণ দবে(সম্পা), ৬ খণ্ড, ভারতীয় বিদ্যা ভবন, বম্বে, ১৯৭২-১৯৮৫
- মহর্ষি ব্যাস, *মহাভারত*, নীলকণ্ঠকৃত ভারতভাবদীপ, রামচন্দ্র শাস্ত্রী, কিংজবডেকর(সম্পা),৬ খণ্ড, চিত্রশালা মুদ্রণালয়, পুণা, ১৯২৮-১৯৩৬
- মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র*, শঙ্করাচার্য, *শারীরকমীমাংসাভাষ্য*, অনুভূতিস্বরূপাচার্য, *প্রকটার্থবিবরণ*, চিৎসুখাচার্য, *ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা*, আনন্দগিরি, *ন্যায়নির্ণয়*, প্রকাশত্মন্, শরীরকন্যায়সংগ্রহ, মণিদ্রাবিড় (সম্পা.), *শারীরকমীমাংসাভাষ্যম্* শ্রী দক্ষিণামূর্তিসর্বপকাশন, কাশী, ২০০২ খৃঃ
- মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র*, শঙ্করাচার্য, *শারীরকমীমাংসাভাষ্য*, গোবিন্দানন্দ, *রত্নাপ্রভা*, ভোলেবাবা (সম্পা.) *ব্রহ্মসূত্রম্*, বিদ্যাভবন, কাশী, ২০০৬ খৃঃ
- মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র*, শঙ্করাচার্য, *শারীরকমীমাংসাভাষ্য*, বাচস্পতি, *ভামতী*, অমলানন্দ কল্পতরু, অপ্পয়দীক্ষিত, পরিমল, কে.এল. যোশী (সম্পা.), *ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্*, পরিমল পাবলিকেশন্স, দিল্লী, ২০০৭ খৃঃ
- মহর্ষি জৈমিনি, *মীমাংসাসূত্র*, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা (সম্পা.), এলাহাবাদ : ভুবনেশ্বরী আশ্রম, ১৯১৬
- মহর্ষি ব্যাস, *ব্রহ্মসূত্র*, শঙ্করাচার্য, শারীরকমীমাংসাভাষ্য, পদ্মাপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, প্রকাশত্মযতি, *বিবরণ*, বিষ্ণুভট্ট, *ঋজুবিবরণ*, অখণ্ডানন্দ, তত্ত্বদীপন আদি টীকা সমন্বিত, অনন্তকৃষ্ণস্বামী (সম্পা.), *ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্যম্*, চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ১৯৯৪ খৃঃ
- *মুণ্ডকোপনিষৎ*, শঙ্করাচার্য, *শাঙ্করভাষ্য*, আনন্দগিরি টীকা, সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী (সম্পা.), *উপনিষদ্ভাষ্যম্*, খণ্ড-১, শ্রী দক্ষিণামূর্তি মঠ প্রকাশন, কাশী, ১০১১ খৃঃ
- *মৈত্রায়ণীসংহিতা*, দামোদর ভট্ট সূনু (সম্পা), স্বাধ্যায় মণ্ডল, মুম্বাই, ১৯৫৭

- রামাচার্য, *ন্যায়ামৃততরঙ্গিনী, ন্যায়ামৃতম্* এর অন্তর্গত, কৃ.ত. পান্ডুরঙ্গি (সম্পাঃ), তৃতীয় সম্পুট, বেংগলরু, দ্বৈতবেদান্তাধয়েনসংশোধনপ্রতিষ্ঠানম্, ১৯৯৬
- *বেদান্তদর্শনম্* (প্রথম অধ্যায়), স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূ.), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পা.) উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০
- *বেদান্তদর্শনম্* (চতুর্থ অধ্যায়), স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূ.), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পা.), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫
- ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত* (দ্বিতীয় ভাগ), ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধীর অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ) বারাণসীঃ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪
- *শ্রীমদভগবদ্‌গীতা,* শঙ্করাচার্য, ভাষ্য, আনন্দগিরি, টীকা, ম.ম. প্রমথনাথ তর্কভূষণ (সম্পা.), দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৯৮৬ খৃঃ
- *শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ,* শঙ্করাচার্য, *ভাষ্য,* দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পা. অনূ.), কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ
- সদানন্দ যোগীন্দ্র, *বেদান্তসার,* নৃসিংহ সরস্বতী, সুবোধিনী, আপোদেব *বালবোধিনী,* রামতীর্থ বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (সম্পা.), *বেদান্তসারঃ,* শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলিকাতা, ১৮৯০ শকাব্দ
- সুরেশ্বরাচার্য,*বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক,* কাশীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.),পুণেঃআনন্দাশ্রম,১৯৩৭